নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার রাজগঞ্জে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উপাসনালয়ে ও আবাসস্থলে হামলার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধকালিন সময়ে মানবতার বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের অভিযোগে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর দেলওয়ার হোসেন সাঈদীকে ফাঁসির আদেশ দেয়। এ রায়কে কেন্দ্র করে সারাদেশে জামায়াতের ঘোষিত হরতালের সময় নোয়াখালী সদরের দত্তের হাট ও বেগমগঞ্জ উপজেলার রাজগঞ্জে হরতাল সমর্থনকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে ৫ জন প্রান হারান এবং আরো অনেকে আহত হন। এই সময় রাজগঞ্জে হিন্দু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের বসতবাড়ী ও উপাসনালয়ে অগ্নিসংযোগ ও লুট-পাটের ঘটনা ঘটে। রাজগঞ্জের বাজার রোডে হরতাল এর সমর্থনে সকাল আনুমানিক ৮.০০ টা থেকেই মিছিল চলতে থাকে। দুপুর আনুমানিক ২.৩০ টার পর থেকে পৃথক পৃথকভাবে দুষ্কৃতিকারীরা সংঘবদ্ধ হয়ে রাজগঞ্জের হিন্দুবাড়ী ও উপাসনালয়ে অগ্নিসংযোগ করে। এই সময় রাজনৈতিক সহিংসতার সুযোগে দুর্বৃত্তদের হামলার ঘটনায় প্রায় ৭৮ টি পরিবার ও ৬ টি মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- ভিকটিমদের সঙ্গে
- প্রত্যক্ষদর্শী এবং
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে।

চন্দন কুমার ভুঁইয়া, গঙ্গা প্রসাদ ভুঁইয়া বাড়ী, টুঙ্গিরপাড়, রাজগঞ্জ, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী :

চন্দন কুমার ভুঁইয়া অধিকারকে জানান, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে ঘোষিত হরতালের সমর্থনে জামায়াত সহ বেশ কয়েকটি দল ও এর বিরোধীতায় সরকার দলীয় নেতাকর্মীরা সকাল থেকেই মিছিল করছিল। কিন্তু কেউই ধারনা করতে পারেনি যে, দুষ্কৃতিকারীরা দুপুর আনুমানিক ২.৩০ টায় হঠাৎ করে স্থানীয় হিন্দু নাগরিকদের আবাসস্থলে অগ্নি সংযোগ করবে ও লুটপাট চালাবে। তিনি বলেন ভুঁইয়াবাড়ীর দুটি ঘরে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে ও দুটি ঘরে লুটপাট চালানো হয়েছে।

এছাড়াও তাঁদের পার্শ্ববর্তী চৌধুরী বাড়ীতেও দুটি ঘর পুড়েছে এবং দুটি ঘরে লুটপাট হয়েছে। পাশেই থাকা শ্মশ্মান মন্দিরেও ভাংচুর করেছে দুস্কৃতিকারীরা। এসময় পরিবারগুলো আতঙ্কিত হয়ে দূরে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নেয়। এক টানা প্রায় ৩০ মিনিট এ তান্ডব চলার পর বেগমগঞ্জ থানায় জানানো হলে প্রায় এক ঘন্টা পরে থানা থেকে পুলিশের একটি গাড়ী আসে ও কিছু পুলিশ সদস্য সেখানে অবস্থান নেয়। এ ঘটনার পর স্থানীয় আওয়ামী লীগ সমর্থিত সংসদ সদস্য একরামুল হক ও জেলা প্রশাসক মো: সিরাজুল ইসলাম ঘটনাস্থলে আসেন এবং আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি পরিবারকে ৫০ হাজার টাকা, মন্দির প্রতি ১ লক্ষ টাকা ও লুটপাটের শিকার হওয়া প্রতিটি পরিবারকে ২০ হাজার টাকা করে দেয়া হবে বলে ঘোষনা করেন।

রাণী চৌধুরী, গঙ্গা প্রসাদ ভুঁইয়া বাড়ী, টুঙ্গিরপাড়, রাজগঞ্জ, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী:

রাণী চৌধুরী অধিকারকে বলেন, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ দুপুর আনুমানিক ২.৩০ টায় অপরিচিত কিছু ব্যক্তি তাঁদের আবাসস্থলের ওপর সহিংস আক্রমন চালায়। এই আক্রমনের ফলে তাঁদের একই উঠানের ৫ টি পরিবারের মধ্যে ৪ টি পরিবারের ঘর পুরোপুরি আগুনে পুড়ে যায় এবং ১ টি বাড়ীতে লুটপাট ও ভাংচুর চালানো হয়। প্রায় ৩০ মিনিট ধরে এ তান্ডব চলে। বিকেল আনুমানিক ৩.৩০ টায় পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় । প্রশাসন থেকে ত্রান ও কিছু আর্থিক সহায়তা আসলেও তিনি এর কিছুই পাননি বলে জানান।

সুনীল চন্দ্র দাস, আলাদিনগর, রাজগঞ্জ, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী:

সুনীল চন্দ্র দাস অধিকারকে জানান, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ দুপুর আনুমানিক ১.৩০ টায় তাঁদের বাড়ীর সামনের একটি মন্দিরের রাস্তা দিয়ে প্রায় দেড়শত জন উচ্ছৃঙ্খল মানুষ তাঁদের বাড়ীর দিকে ইঁট ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে আসে। এদের প্রত্যেকের হাতে বড় দা, ছোরা সহ ধারালো আরো কিছু অস্ত্র ছিল। দুষ্কৃতিকারীরা হঠাৎ

তাঁদের ঘরের টিনের দেয়ালে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করতে থাকে এবং এক পর্যায়ে ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে তাদের একই উঠানে পাশাপাশি লেগে থাকা ১৮ টি পরিবারের মধ্যে ১৫ টি পরিবারের ঘর পুরোপুরি পুড়ে যায় এবং বাকিদের ঘরে লুটপাট ও ভাংচুর চালানো হয়। ১ মার্চ ২০১৩ রাত আনুমানিক ৩.০০ টায় রাজগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান হারুন আর রশীদ পুলিশসহ ঘটনাস্থলে আসেন। একই দিনে উপজেলা নির্বাহী অফিসার খন্দকার নুরুল হক ঘটনাস্থলে এসে পরিবার প্রতি ১ বস্তা চাল, ৫ কেজি আলু, ২ কেজি ডাল দিয়ে যান। পরবর্তীতে সংসদ সদস্য একরাম এসে পরিবার প্রতি ১ বস্তা করে চাল ও নগদ ১২ হাজার টাকা সহ ৪ বান করে টিন দেন।

দিপালী রানী শীল, রাজগঞ্জ সার্বজনীন হরি সেবাশ্রম মন্দিরের পাশের বাড়ী, দক্ষিন আলাদিনগর, বেগমগঞ্জ নোয়াখালীঃ

দিপালী রানী অধিকারকে বলেন, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তাঁরা সপরিবারে বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন। দুপুর আনুমানিক ১.৩০ টায় প্রায় ২০০ জন মানুষ তাঁদের বাড়ীর দিকে ধেয়ে আসে এবং তাঁদের বাড়ীর সামনে থাকা মন্দিরে ভাংচুর করে ও ঠাকুর মুর্তি ভেঙ্গে ফেলে। আক্রমনকারীদের সকলেই বহিরাগত ও তার অপরিচিত ছিল বলে তিনি জানান। আক্রমনকারীরা প্রত্যেকে লাঠি, ধারালো ছুরি, চাপাতি ও হাঁসুলি বহন করছিল। আক্রমনকারীরা তাঁদের বাড়ীর দরজা- জানালায় আঘাত করে ও ঘরে ঠুকে মূল্যবান জিনিস-পত্র লুট করে নিয়ে যায়। যাবার সময় তাঁদের বাড়ীর পার্শ্ববর্তী আরো ১০ টি বাড়ীতে দষ্কৃতিকারীরা লুটপাট ও ভাংচুর করে। সেদিন রাত আনুমানিক ১১.৪৫ টায় পুলিশ আসে এবং তাদের বাড়ীর পার্শ্ববর্তী একটি জায়গায় অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন করে। ১ মার্চ ২০১৩ উপজেলা নির্বাহী অফিসার খন্দকার নুরুল হক আসেন এবং ৪ বান টিন ও ১২ হাজার টাকা করে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে দেন।

অফিসার ইন চার্জ এস এম আহসানুল ইসলাম, বেগমগঞ্জ থানা, বেগমগঞ্জঃ

এস এম আহসানুল ইসলাম অধিকারকে জানান, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত জামায়াতে ইসলামির নায়েবে আমীর দেলওয়ার হোসেন সাঈদীর রায়কে কেন্দ্র করে হরতালে রাজগঞ্জের হিন্দুদের আবাসস্থল ও ধর্মীয় স্থাপনার ওপর যে হামলা হতে পারে পুলিশের কাছে আগে থেকে এ ধরণের কোন তথ্য ছিল না। হরতালের দিন সকাল ৯.৩০ টা থেকেই

রাজগঞ্জে পুলিশের গাড়ী নিয়মিত টহল দেয়, সেসময় রাজগঞ্জ বাজারে কিছুলোক ব্যারিকেড দেয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের বুঝিয়ে ব্যারিকেড সরিয়ে চলে আসে। পরবর্তীতে দুপুর ২.০০ টায় রাজগঞ্জে ব্যাপক সহিংস মিছিল ও হিন্দুদের ওপর আক্রমনের খবর আসলে থানা থেকে ৩ গাড়ী পুলিশ সেখানে যায় এবং রাজগঞ্জ বাজারে হরতাল সমর্থকদের প্রতিরোধের মুখে পড়ে। রাস্তায় অসংখ্য গাছের গুঁড়ি ফেলে রাখা ছিল। হাজার হাজার লোক সেখানে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছুঁড়তে থাকে। সেখানে উপস্থিত উপজেলা নির্বাহী অফিসার খন্দকার নুরুল হক মাইকে সবাইকে শান্ত হতে বললে জনতা আরো মারমুখী হয়ে ওঠে এবং পুলিশকে লক্ষ্য করে ককটেল ও ধারালো অস্ত্র ছুঁড়তে থাকে। এইসময় পুলিশের বেশ কয়েকজন গুরুতরভাবে আহত হলে খন্দকার নুরুল হক পুলিশকে গুলি চালানোর জন্য নির্দেশ দেন। এ ব্যাপারে এস আই মিজানুর রহমান বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর:১; তারিখ:১/৩/১৩। মামলার এজাহারে ৭১ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা দেড় থেকে দুই হাজার জনকে আসামী করা হয়েছে। মামলাটির তদন্ত করছেন বেগমগঞ্জ থানার অফিসার ইন চার্জ (তদন্ত) ইব্রাহিম খলিল।

অফিসার ইন চার্জ (তদন্ত) ইব্রাহিম খলিল, বেগমগঞ্জ থানা, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী:

ইব্রাহিম খলিল অধিকারকে জানান, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ রাজগঞ্জের ঘটনায় এস আই মিজানুর রহমান বাদী হয়ে যে মামলাটি করেছেন, তিনি তার তদন্ত করছেন। এজাহারে উল্লেখিত ৭১ জনের মধ্যে ৩৪ জনকে এবং সন্দেহভাজন আরো ২৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং বাকীদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

খন্দকার নুরুল হক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী:

খন্দকার নুরুল হক অধিকারকে বলেন, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ রাজগঞ্জে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমনের ও হরতাল সমর্থকদের সহিংস মিছিলের খবর পাওয়া মাত্র তাঁরা রাজগঞ্জ বাজারের কাছে গিয়ে সহিংস প্রতিরোধের মুখে পড়েন। সেখানে হরতাল সমর্থকদের সংখ্যা এতো বেশী ছিল যে, পুলিশ গুলি চালিয়েও আক্রান্তদের কাছে সময়মত যেতে পারেনি। সহিংস হামলায় ক্ষতিগ্রস্থ ৭৮ টি পরিবারের মধ্যে ২১ টি পরিবারের সম্পদ পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। বাকীরা লুটপাট ও ভাংচুরের শিকার হন।

এছাড়াও ৬ টি মন্দির আক্রমনের শিকার হয়। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলোর সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমান ধরা হয়েছে ৬১ লক্ষ ১১ হাজার টাকা। উপজেলা নির্বাহী অফিস থেকে ক্ষতিগ্রস্থদের চাল ১ মেট্রিক টন, টিন ১৭০ বান, নগদ টাকা ৪ লক্ষ ও গৃহ নির্মান বাবদ ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা দেয়া হয়েছে।

অধিকার এর বক্তব্যঃ

রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিবেশের সুযোগে হিন্দু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের আবাসস্থল ও উপাসনালয়ের ওপর যে হামলা হয়েছে অধিকার তার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। অধিকার মনে করে বর্তমান সরকার রাজনৈতিক স্থিতিশীল পরিবেশ বজায় রাখা ও সেই সঙ্গে ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও সাধারণ জনগন সবারই জানমাল রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। অধিকার প্রকৃত অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দেবার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

-সমাপ্ত-